Special Supplement

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ধারা এ্যাড

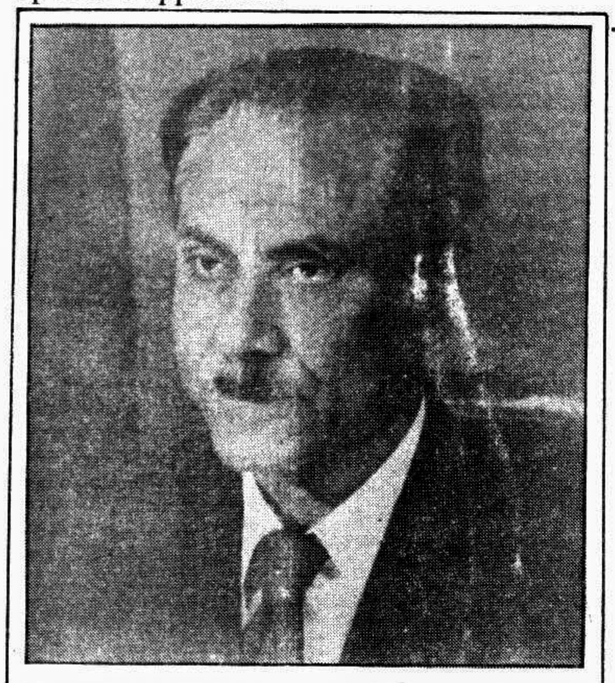

বাণী

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস '৯৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Active Ageing Makes the Difference" নির্বাচন সময়োচিত এবং যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমাদের সকলের কল্যাণের জন্যই প্রবীণদেরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রবীণদের ত্যাগ, শ্রম আর মেধার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে আমাদের আজকের বর্তমান সমাজ ও পৃথিবী। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সকল পর্যায়ে প্রবীণদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক পূণর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাংলাদেশে বার্ধক্যঃ একটি বহুমাত্রিক সমস্যা

ডাঃ মাহবুবার রহমান
মহাসচিব
বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ

হাজারও সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাবলীর তালিকায় নতুন সংযোজন বার্ধক্য সমস্যা। এটি একটি উদ্বেগজনক ও কঠিন বাস্তবতা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে বার্ধক্য সমস্যা সম্পর্কে দেশবাসীর অধিকাংশই জানেন না কিংবা মানেন না। অথচ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বার্ধক্য হানা দেয়। সমস্যাটি সার্বজনীন, সর্বকালের এবং বিশ্বব্যাপী। বলা হয়ে থাকে যে, আগামী শতাব্দীতে যে দু'তিনটি সামাজিক সমস্যা মানবজাতিকে সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন ও তৎপর করে তুলবে বার্ধক্য এগুলির মধ্যে অন্যতম।

বার্ধক্য প্রধানতঃ একটি শারীরিক বিষয়। জন্ম নিলে মৃত্যু যেমন একটি অবধারিত ঘটনা, তেমনি বেঁচে থাকলে বার্ধক্যের স্বাদ নেয়াও স্বাভাবিক পরিণতি। বার্ধক্যের আরেকটি রূপ হলো জরা। অস্তিত্ব রক্ষায় ক্ষীয়মান শারীরিক ক্ষমতাকে জরা বলা হয়। জরা প্রক্রিয়া দেহের কোটি কোটি কোষ, বিভিন্ন কোষ কলা এবং তা দিয়ে গড়ে ওঠা অন্তরযন্ত্র ও দেহতন্ত্রের আঙ্গিক ও কর্মধারায় পরিবর্তন আনে। কোষকলার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে, বিশেষ করে কোলাজেনে (Collagen) পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বংশগত নিয়ামক-শক্তি ডি, এন, এ'র মাধ্যমে মানবদেহে প্রোটিনের সংশ্লেষ ঘটে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেহের অবক্ষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। এক সময় দেহে প্রোটিন সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বিপর্যয় দেখা দেয় এবং বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ উৎপাদন করে কিছু বিষাক্ত পদার্থ। এর ফলে দেহকোষে স্নেহজাতীয় পদার্থ পঁচন ধরে এবং প্রোটিন জাতীয় পদার্থে ধরে মরিচা। আর এ অবস্থাটির সার্বিক রূপই হচ্ছে জরাগ্রস্থতা।

বার্ধক্য এবং জরার প্রাথমিক ও অমোঘ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় জীবের দেহকাঠামোতে। পাশাপাশি, জরা-গ্রস্থতায় দেখা দেয় বিভিন্ন রোগব্যাধি। তবে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ তার জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বার্ধক্যে আগত ও অনাগত রোগব্যাধি-অসুস্থতা প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতন এবং তৎপর হয়ে নিজেই নিজের পরিচর্যায় এগিয়ে আসতে পারে। এতে করে জীবনে বার্ধক্যের আগমন প্রলম্বিত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা রোগব্যাধি ও অসুস্থতা নিরাময় ও প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই কেবল উদ্ভাবন করেননি। বরং বার্ধক্যকে কিভাবে প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করা যায় তার জন্যেও নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর সাথে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক ও আচরণ বিজ্ঞানী। প্রবীণদের পরিচর্যার ক্ষেত্রে জাতি সংঘের বিশেষায়িত সংস্থা-বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বা World Health Organization'এর নাম প্রথমেই নিতে হয়। কেননা আশির দশকে প্রথম প্রবীণ বিষয়ে বিশ্ববাসী সচেতন ও উদযোগী হয়ে উঠে। আর অত্যন্ত সময়োপযোগী ও লাগসই বিচারে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৮২ সালের ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হিসাবে নির্ধারণ করে 'বার্ধক্যকে কর্মময় ও জীবনময় করে গড়ে তুলুন।'

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডাকে সাড়া দিয়ে বিগত সতের বছর বিশ্বের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সেবাযত্ন ও কল্যাণে মানব সমাজ অনেক এগিয়ে এসেছে। ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিবছর ০১ অক্টোবর পালন করা হচ্ছে "আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস।" এ বছর অর্থাৎ ১৯৯৯ সাল ঘোষিত হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ, হিসেবে। এগুলো করেছে জাতিসংঘ। ঠিক এ সময়ে বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসের শ্লোগন এবারে আরও যথোপযুক্ত হয়েছে- "বার্ধ-কাকে কর্মময় রাখলে জীবন নতুন ভাবে অর্থবহ হবে।

বিশ্বব্যাপী প্রবীণ জনসংখ্যা দ্রুতহারে বেড়ে যাচ্ছে। আর মৃত্যু কমতে থাকায় গোটা জনসংখ্যায় বার্ধ-ক্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সাফল্য যে দেশে যত বেশী অর্জিত হয়েছে, বার্ধক্যও যেন সেখানে জেঁকে বসেছে। এটি ঘটেছে উন্নত দেশ ও সমাজে। বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত দরিদ্র হলেও জন-সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি দেশ। বিশেষ করে জনসংখ্যার ঘনত্ব, গতি প্রকৃতি ইত্যাদি বিচারে প্রবীণ জনসংখ্যার হার এখন পর্যন্ত কম হলেও তা বাড়ছে ধীর গতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে। ১৯৯৫ সালে শতকরা ৬.১ জন বাংলাদেশী ছিলেন প্রবীণ (৬০ বছর এবং তদূর্ধ বয়েসী)। ২০০০ সালে এ হার হবে ৭.৯, ২০১০ সালে ৯.১ এবং ২০২৫ সালে ১০.১ শতাংশ। আবার সংখ্যার হিসেবে দেখা যায় ১৯৯৫ ও ১৯৯৮ সালে দেশের প্রবীণদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৪ লক্ষ ও ৭৬ লক্ষ। এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০, ২০১০ ও ২০২৫ সালে যথাক্রমে ৮০ লক্ষ, ১৩৩ লক্ষ এবং ১৮৬ লক্ষতে দাড়াবে।

বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যাই কেবল বেশী নয়, এদের সমস্যাও অনেক এবং বহুমাত্রিক ও পরস্পর ক্রিয়াশীল। এদের প্রধানতম সমস্যা স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসাগত, পেশাগত এবং মনো-সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক। বাংলাদেশে প্রবীণদের কর্মসংস্থান নেই বললেই চলে যার ফলে আয়-উপার্জন তথা ক্রয় ক্ষমতা অতি সামান্য। আর এর প্রতিক্রিয়া সর্বাগ্রে এবং সরাসরি পড়ে তার ক্ষয়িষ্ণু ও দুর্বল দেহটিতে। আর্থিক ও শারীরিক দিক থেকে নাজুক অবস্থায় পতিত প্রবীণরা পারিবারিক ও সামাজিক ভাবেও উপেক্ষা, অনাদর, অবহেলা বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেন। এতে করে মানসিক ভাবে তাঁরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। নিজেদেরকে মূল্যহীন, অপ্র-য়োজনীয় ও বোঝা মনে করে হতাশা ও হীনমনাতায় ভুগেন। এদেশে প্রবীণদের বিষয় অনুসন্ধান, গবেষণা এবং তাঁদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সুযোগ প্রভৃতি অত্যন্ত অপর্যাপ্ত।

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, ১৯৯০ সালে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৪ সালে এসকাপ এবং ১৯৯৫ ও ১৯৯৭ সালে সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট প্রবীণদের উপর সমীক্ষা কাজ চালিয়েছে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ প্রবীণ বলেছেন যে তাদের বর্তমান শারী-রিক অবস্থা ভাল। বাত, ব্যথা, হাঁপানি, কাশি, দুর্বলতা এ পাঁচটি রোগ প্রবীণদের মধ্যে সর্বাধিক। তাছাড়া আমাশয়, বহুমূত্র, উচ্চরক্তচাপ, চোখ, দাঁত ও কানের সমস্যা ইত্যাদিতেও বয়স্করা ভুগে থাকেন। অথচ প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবার জন্যে অদ্যাবধি স্বতন্ত্র হাসপাতাল বা ওয়ার্ডের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

বস্তুতপক্ষে, সরকারী পর্যায়ে, বাংলাদেশের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) কোন প্রকার কর্মসূচী না রেখে বা বরাদ্দ না দিয়ে প্রথমবারের মতো 'বার্ধক্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) দলিলে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রথম বারের মতো ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় দেশের সকল স্তরের প্রবীণদের কল্যাণার্থে। অবশ্য এ-টাকা খরচ করা হয়নি। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০০) দলিলে প্রবীণদের কল্যাণে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসার স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা বা আয়োজন প্রবীণদের জন্যে করার কোন চিন্তা ভাবনা সরকারী পর্যায়ে এখনও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। সরকারী ব্যবস্থা বলতে সীমিত সংখ্যক সরকারী কর্মচারীদের জন্যে অবসরকালীন পেন্-শনই কেবল প্রচলিত আছে। তবে ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম একটি অংগীকার ছিল প্রবীণদের জন্যে ভাতার ব্যবস্থা করা। এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি ওয়ার্ডের দুঃস্থতম ১০ জন প্রবীণ/প্রবীণাকে মাসিক ১০০ টাকা করে ভাতা প্রদানের কর্মসূচী চালু করেছেন। অর্থের দিক থেকে সামান্য হলেও এটি প্রবীণ সমাজের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

বাংলাদেশের প্রবীণদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এরা প্রধানতঃ দরিদ্র, আয়-উপার্জনহীন, গ্রামীণ, নিরক্ষর ও অজ্ঞ। তাঁরা প্রচলিত কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বাইরে অবস্থানকারী এবং সাংগঠনিক ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। ফলশ্রুতিতে প্রবীণদের অধিকাংশই তাঁদের পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর অথবা ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর করে তাঁদের জীবন পরিচালনা করছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর্থ-সামাজিক ও শারীরিক পরাজয়কে তাঁরা সহজে মেনে নেন কেবল অবস্থার আলোকে। ব্যতিক্রম যদিও আছে, তবে তা অতি সামান্যই।

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে বাংলাদেশের প্রবীণদের সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের ব্যাপারে সরকার, জনগণ এবং প্রবীণ জনগোষ্ঠী নিজেরা অবগত, সচেতন, উদযোগী ও তৎপর হবেন এটিই আজ দেশমাতৃকার নিরব ও আকুল আহবান। বর্তমান প্রজন্ম এ ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বার্ধক্যে পৌছে একদিন তারাই তা উপভোগ করতে পারবেন।

বাণী

যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ই এপ্রিল '৯৯ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা জোরদার করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে প্রতি বছর আমরা দিবসটি পালন করে আসছি। প্রবীণদের স্বাস্থ্য এবং আর্থ সামাজিক সমস্যাদির উপর আলোকপাত করে এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি আমাদের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার অন্যতম অন্তরায়। বার্ধক্যে পৌছার শুরুতেই দেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠি উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন জটিল রোগের শিকার হয়ে যন্ত্রণাময় জীবন যাপনসহ মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকেন। পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবীণদের জন্য উন্নত পরিচর্যার ব্যবস্থা করে তাদেরকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হলে বিদ্যমান সমস্যা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। স্বাস্থ্য সেবার সকল পর্যায়ে প্রবীণদের জন্য বিশেষ যত্নের নিশ্চয়তা বিধানে সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

প্রবীণদেরকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সেবা প্রদানে সচেতন হওয়ার জন্য আমি স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত সকলকে আহবান জানাচ্ছি। আমি বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সালাহ উদ্দিন ইউসুফ
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ১৯৯৯ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও তাঁদের বার্ধক্যকে কর্মময় রেখে জীবনকে নতুনভাবে অর্থবহ করে তোলার লক্ষ্যে এবছর দিবসটি পালনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠী যখন বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন তখন যথাযথ সেবা-যত্নের অভাব হলে শারীরিক ও মানসিকভাবে তাঁরা আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। এর ফলে পরিবার ও সমাজ তাঁদের মেধার অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রবীণদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া আমাদের নৈতিক কর্তব্য। প্রবীণদের সুস্থ ও নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি চালু করেছে। প্রবীণদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য দেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তবে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

দেশের দরিদ্র জনসাধারণ অপুষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞানের অভাব, অসচেতনতা এবং পরিবেশ দূষণের ফলে বিভিন্ন ধরণের রোগব্যাধি এবং শারীরিক ও মানসিক সমস্যার শিকার হচ্ছে। অনেকে অকালে মৃত্যুবরণ করছে। এ অবস্থার উত্তরণে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার আরো হ্রাস করার জন্য আমাদের গৃহীত কর্মসূচিকে সফলভাবে এগিয়ে নিতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, ইপিআই কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং মহামারী রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের অর্জিত সাফল্যের ধারাকে আরো এগিয়ে নিতে হবে।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। উন্নত জাতি গঠনে দেশের নাগরিকদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। আমাদের সরকার দেশের গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন, স্বাস্থ্যখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান, অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা ২০০০ সালের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে কাঙ্খিত স্বাস্থ্যমান অর্জনে এবং আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

আসুন, আমরা প্রবীণদের বার্ধক্যের সময়কে কর্মময় করে তুলে তাঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তাঁদের বার্ধক্যকালকে সুস্থ ও আরো অর্থবহ করে তুলি।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ১৯৯৯ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

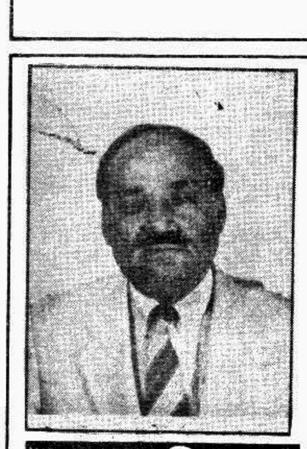

বাণী

"বার্ধক্যকে কর্মময় রাখলে জীবন নতুনভাবে অর্থবহ হবে"-এই প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তি করে ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা এবং প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে প্রবীণ জনগোষ্ঠির এক বিরাট অংশ উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সে কারণে প্রবীণদের পরনির্ভরশীল হয়ে বেদনাদায়ক জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

আমাদের দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠি যে সকল রোগ এবং শারীরিক সমস্যার শিকার হন সেগুলি সময়মত সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে এজন্য বাল্যকাল থেকেই পরিমিত ব্যায়াম এবং সুষম খাদ্যাভাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত রেখে কর্মব্যস্ততার মাধ্যমে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগ এবং বিকলাঙ্গ হওয়ার ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।

পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রবীণদের কল্যাণে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা জোরদার করা আবশ্যক। আসুন, আমরা প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমাদের সেবা যত্ন দিয়ে তাঁদেরকে সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখতে সচেষ্ট হই।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন সফল হোক।

অধ্যাপক ডাঃ এম, আমান উল্লাহ
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Message

We all are ageing every moment of our life. Ageing is a natural process and should be welcomed. We have started to age since we were born and continue to do so throughout our entire life.

In this century life expectancy has risen sharply virtually in all countries of the world. The number of people reaching old age is therefore rising. 580 million people in the world are now aged 60 years or older with 355 million in the developing countries. By 2020 this figure is expected to reach 1000 million with over 700 million in developing countries. According to Bangladesh Bureau of Statistics currently the country has 6.2 million people aged 60 and above. In absolute terms this figure is indeed very high and is more than the total population of many smaller countries. This is likely to reach 17.5 million by the year 2025.

The theme of World Health Day 1999 is "Active Ageing makes the difference". Older people should not be viewed as a burden who no longer contribute to their families and societies. Majority of the older people prove these notions wrong through the pursuit of healthy life style and active habits. Leading active and healthy life throughout the life span can bring about a real difference in the world's health.

WHO is therefore, committed to the promotion of Active Ageing as an indispensible component of all development programmes.

Dr. W. Hardjo anojo
WHO Representative in Bangladesh

Message

The ageing of the global population is one of the biggest challenges facing the world in the next century. It is also potentially a great oppor-tunity. Older people have a lot to contribute.

Older people are often viewed as a homogeneous group from mainly industrialised countries, who no longer contribute to their families and societies, and may even be a burden. The truth could not be more different. The majority of older people prove these notions wrong every day, and it is an example that has inspired the WHO to focus on ageing.

The theme of World Health Day 1999, in the International Year of Older Persons, "Active Ageing makes the difference" recognises that it is key for older people to go on playing a part in society. Active Ageing involves every dimension of our lives : physical, mental, social and spiritual.

There is much the individual can do to remain active and healthy in later life. The right life style, involvement in family and society and a supportive environment for older age all preserve well being. Policies that reduce social inequalities and poverty are essential to complement individual efforts towards Active Ageing.

Maintaining health and quality of life across the life Span will do much towards building fulfilled lives, a harmonious, intergenerational community and a dynamic economic. WHO is committed to promoting Active Ageing as an indispensible component of all development programmes.

Gro Harlem Brundtland, MD, MPH
Director-General
World Health organization.

বাণী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং তাঁদের কর্মময় জীবনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ। একটি সার্বজনীন স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলায় সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সর্বস্তরের জনগণের অংশ-গ্রহণে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রবীণদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা ভবিষ্যত প্রজন্মকে উজ্জীবিত করেছেন- তাঁদের জীবনের কাজ ও চিন্তার মাধ্যমে। তাই প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবন যাতে নিরাপদ ও কল্যাণকর হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্তব্য।

দেশের বর্তমান আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুনর্বাসন এবং কর্মব্যস্ত থাকার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে তাঁদের চিকিৎসা ও পরিচর্যার প্রতি যত্নবান হয়ে বার্ধক্যজনিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রবীণদের কল্যাণের জন্য আজকের এই দিনে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে পারি।

এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করি।

এম, এম, রেজা
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সৌজন্যেঃ অগ্রণী ব্যাংক জনতা ব্যাংক সোনালী ব্যাংক